কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৪ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০২১ খ্রি. ❑ ১৭ পৌষ-১৫ ফাল্গুন ❑ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এ কে এম মুনিরুল হক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মেরিনা সারমীন
ভারপ্রাপ্ত সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই প্রাণের ভাষাটিকে আমরা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি, উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে 'ওরা আমাদের মুখের ভাষা কাইড়া নিতে' চেয়েছে। কিন্তু বাঙালি ছাত্র-জনতা এ অন্যায়কে রুখে দাঁড়িয়েছে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। এতে শাসকদের ভিত নড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয় সেই স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বাঙালি জাতীয় চেতনার ভিত্তিবীজ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দিবসটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশে পালিত হয়। সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বছরও নানা উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়ে উদ্‌যাপন করেছে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তেও গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। এদিন বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন, বীজ ভবন এবং বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সূর্যাস্তের পর জাতীয় পতাকা নামানো হয়। বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ভেতরের পাতায়.....

বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত..... ০৩

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাসের মোড়ক উন্মোচন..... ০৪

বর্তমান সরকার কৃষকের কল্যাণে কাজ করছে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..... ০৬

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে ড. অমিতাভ সরকার এর যোগদান..... ০৭

দেশে প্রথম কর্পোরেশন হিসেবে বিএডিসিতে আইবাস++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইএফটি কার্যক্রম চালু.....০৮

রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য আলুর আবাদ ও উৎপাদনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে : কৃষিমন্ত্রী.....০৯

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এবং কৃষিপুলের মহাব্যবস্থাপকগণের বিদায় সংবর্ধনা.....১০

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) ও সচিব মহোদয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত.....১১

'প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে..... ১২

পদোন্নতি ১৪

চৈত্র বৈশাখ মাসের কৃষি ১৭

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল: prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ঐদিন বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন, বীজ ভবন এবং বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সূর্যাস্তের পর জাতীয় পতাকা নামানো হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ রবিবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে মিরপুরস্থ বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ মোনাজাত/ প্রার্থনা করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিএডিসি'র ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৯০ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষক পর্যায়ে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০২১ মোট ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৯০.৮৯৫ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭১৮.২০ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬১৯.৫৬ মে.টন ও ডিএপি ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৫৩.১৪ মে.টন ।

এছাড়া গত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৩৫.২২০ মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৯২.০০ মে. টন, এমওপি ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৭৭.২২ মে. টন এবং ডিএপি ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৬৬.০০ মে.টন সার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪১৩.৬৬৮ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাসের মোড়ক উন্মোচন

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাসের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্জনে প্রকাশিত '১শ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর মোড়ক উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তরের কয়েকশ কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক 'জোন ম্যাপ' প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বিবেচনা করে যে ফসল যেখানে ভাল উৎপন্ন হয় সেখানেই তার চাষাবাদ করতে হবে।

তিনি বলেন, অল্প খরচে অধিক মাত্রায় ফসল উৎপাদন কিভাবে করতে পারি সেটা বিবেচনায় এনে মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বিবেচনা করে সমগ্র বাংলাদেশের এলাকাভিত্তিক একটি 'জোনিং ম্যাপ' তৈরি করা দরকার।

তিনি এ সময় সরকারি চাকুরে বিজ্ঞানীদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষ প্রণোদনার আওতায় আনা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমাদের দেশের কৃষিপণ্য যাতে মানসম্পন্ন করা যায় তার জন্য আরো পরীক্ষাগার তৈরি করা দরকার। সেই সাথে অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগারও নির্মাণ প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বলেই তাঁর সরকার কৃষিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পণ্য উৎপাদনের মূলে থাকতে হবে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং দেশে-বিদেশে বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যারা গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের সঙ্গে একটি সরকারি মত বিনিময়ের ইচ্ছা আমার রয়েছে। ভবিষ্যতে সেই ধরনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে আমি জানতে পারি আপনারা আরো কিভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, গবেষণা বাড়ানো গেলে কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারজাত করা সহজ হবে। তাঁর সরকার বীজ সংরক্ষণে নরওয়ের সঙ্গে কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা গবেষণাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেই এবং মনে করি গবেষণাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।'

লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের সাফল্যের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগসহনীয় ফসল উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের আরো গবেষণার আহ্বান জানান। তাঁর সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কৃষিজমি রক্ষায় নদী খনন এবং ড্রেজিংয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে উল্লেখ করে তিনি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার প্রদত্ত সহযোগিতার তথ্যও তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, উজানের ঢল, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং বিশেষ বিশেষ ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪০২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির মধ্যে একশটি প্রযুক্তির আজকে যে এটলাস প্রকাশ করা হলো তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এটি সকলের জন্য একটা অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণা হিসেবে থাকবে এবং কৃষিভিত্তিক এই দেশকে আত্মনির্ভরশীল হতে আরো সহায়তা করবে।

দেশীয় ফলমূলের ওপর আরো গবেষণার আহ্বান জানিয়ে নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতেও বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন,'আমাদের দেশীয় ফলগুলো বিদেশি বিভিন্ন ফলের চাইতে বেশি সুস্বাদু হওয়ায় এগুলোর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে আরো গবেষণার দরকার। তবে এসব ফলের বিভিন্ন প্রজাতি উদ্ভাবনে অরিজিন্যালিটি যেন নষ্ট না হয় সেটাও দেখতে হবে।' 'কাজেই গবেষণা ছাড়া কোন উপায় নেই, গবেষণা আমাদের করতে হবে,' বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর শুরু করে যাওয়া কৃষি বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি কৃষকদের ২৫ (পঁচিশ) বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ১০ লক্ষাধিক কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাসজমি বিতরণসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বাজেটের ৫'শ কোটি টাকার মধ্যে ১ শত ১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদান করে স্বনির্ভরতা অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির পিতা। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাঁর সরকার দেশে প্রথমবারের মতো 'কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬', 'কৃষি নীতি ১৯৯৯', 'জৈব কৃষি নীতি ২০১৬', 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮' এবং 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০' প্রণয়ন করেছে। ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে কৃষক কল্যাণে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ কৃষক উপকরণ কার্ড বিতরণ এবং বর্গাচাষিদের জন্য জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

সারের মূল্য হ্রাসসহ কৃষকের উৎপাদন খরচ নিম্নপর্যায়ে রাখতে ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ ও ইক্ষু খাতে কৃষকদের মোট ৭৫ হাজার ৮ শত ১৫ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি মুজিববর্ষে দেশের সকল গৃহহীন জনগণের প্রত্যেককে অন্তত একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়ার মাধ্যমে ঠিকানা করে দেওয়ার তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্যও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। স্বাগত বক্তৃতা রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সফল কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে অনুভূতি ব্যক্ত করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষক মোঃ রফিকুল ইসলাম।

প্রসঙ্গত, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধান, পাট, ইক্ষু চা, রেশম, তুলা, বনজ সম্পদ এবং মৎস সম্পদ থেকে নির্বাচিত একশটি প্রযুক্তি এটলাসে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োগে বেশ কিছু সাফল্যের গল্প। যা হতে পারে কৃষি উন্নয়নে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। দেশ-বিদেশের পাঠকের সুবিধার্থে এই এটলাসে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদও রাখা হয়েছে। বিএআরসি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) প্রকাশিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবিত এই 'একশ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' আধুনিক কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিএডিসি'র সফল প্রকল্প পরিচালকদের পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর প্রকল্প (২০১৯-২০) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম পুরস্কার প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকদের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কমিটির সভায় ৮ টি ভিন্ন ভিন্ন সূচকের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেন সিলেট বিভাগের ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের (অক্টোবর ১৪-জুন ১৯) প্রকল্প পরিচালক মোঃ শাহাব উদ্দিন।

যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ১৫-জুন ২০) এর প্রকল্প পরিচালক প্রদীপ চন্দ্র দে এবং রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও সেচদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮-জুন ২২) এর প্রকল্প পরিচালক সঞ্চয় সরকার। তৃতীয় সফল পরিচালক হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮-জুন ২২) এর প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ বদরুল আলম।

বর্তমান সরকার কৃষকের কল্যাণে কাজ করছে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পানির খরচ আমাদেরকে কমাতে হবে। কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণ করতে হলে উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে। বর্তমান সরকার কৃষকের কল্যাণে কাজ করছে। গত ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ রবিবার বেলা সাড়ে ১১ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত সেচ ভবনের অডিটরিয়ামে Digitalization of Groundwater Monitoring for Sustainable Development of Minor Irrigation শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এসব কথা বলেন।

বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের জন্য সেচভবন কমপ্লেক্সে নির্মিত রেস্ট হাউস উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিলাম। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো। আমাদের সকল কিছুর উৎপাদন বেড়েছে। বর্তমানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেচের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সারের দাম কমিয়েছেন। পৃথিবীর কোন দেশে কৃষিতে এত ভর্তুকি দেয়া হয় না। উন্নতমানের ফসলের জাত, সেচ ও সারের ব্যবহারে ফসল উৎপাদন বেড়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বর্তমান সরকার খাল কাটা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বিএডিসি আমাদের সকলের জন্য একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান।

সেচভবনে অবস্থিত বিএডিসি'র অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

সেমিনারে কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, কৃষির জন্য পানি অপরিহার্য। টেকসই কৃষির জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে সেচ। বিএডিসি কৃষকের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে পানি দিয়ে থাকে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিএডিসি'র সেচভবন কমপ্লেক্সে নবনির্মিত রেস্ট হাউজ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সেচযন্ত্রের জরিপ প্রতিবেদন ২০১৯-২০ এর মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ আরিফ। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা আব্দুল্লাহ খান এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে ড. অমিতাভ সরকার এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ড. অমিতাভ সরকার (৫৫৯২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) পদে গত ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার পদে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত থাকার আগে তিনি উপসচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

ড. অমিতাভ সরকার ১০ম বিসিএস পরীক্ষায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯১ সালের ১১ ডিসেম্বর খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মাঠ পর্যায়ে ড. অমিতাভ সরকার পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে দীর্ঘ প্রায় পৌনে ৪ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে ঠাকুরগাঁও ও ঢাকা জেলায় এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরি জীবনে তিনি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায়, ঠাকুরগাঁও জেলারবালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ড. অমিতাভ সরকার মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর ডি এন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক এবং ১৯৮১ সালে ঘিওর কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি-এজি (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সাতক্ষীরা কালেক্টরেট এবং সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কুষ্টিয়া কালেক্টরেটে এবং উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খুলনার ফুলতলা উপজেলায় এবং যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি নড়াইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর যোগদান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বিএডিসি বীজ ও উদ্যান উইং এর অন্তর্ভুক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ) পদে কর্মরত ছিলেন। কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৯ সালে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন।

কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'তে কৃষি পুলে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং মাঠ পর্যায়ে বিএডিসি'র বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিএডিসি সদর দপ্তরে মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) ও মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) পদে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে রোভার স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্টসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংগঠন লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব বাংলাদেশের সাথে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন কাচিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মেহেন্দিগঞ্জের একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন এবং মমতাময়ী মা বৃদ্ধাবস্থায় বেঁচে আছেন। তাঁরা সাত বোন ও তিন ভাই এবং তিনি ৩ সন্তানের জনক। তিনি সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

দেশে প্রথম কর্পোরেশন হিসেবে বিএডিসিতে আইবাস++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইএফটি কার্যক্রম চালু

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে (বিএডিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইন্টিগ্রেটেড বাজেট অ্যান্ড একাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস++) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

দেশের প্রথম কর্পোরেশন হিসেবে বিএডিসিতে আইবাস++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইএফটি কার্যক্রমের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ বুধবার বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকায় বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে বিএডিসি'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের আওতায় বিএডিসিতে এ কার্যক্রম চালু হয়।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ও পরিচালনা ব্যয়ের অর্থ বিএডিসি'র নামে খোলা পার্সোনাল লেজার একাউন্ট (পিএল-এ/সি) হতে ইএফটি'র মাধ্যমে সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর কার্যক্রম চালু করেন। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব- সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বিএডিসিতে ইএফটি কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অর্থমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এন্ড কো অর্ডিনেটর (এসপিএফএমএস) জনাব বিলকিস জাহান রিমি

উদ্বোধনী বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, আইবাস++ এর মাধ্যমে ইএফটিতে প্রবেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের একটি ধাপ। বাংলাদেশের কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সবার আগে আইবাস++ এ যুক্ত হলো বিএডিসি। বিএডিসি মহামারি করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদনে যেভাবে পথিকৃৎ ছিলো সেভাবেই এই ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ হলো। এতে বেতন-ভাতা প্রাপ্তি সহজ হবে। বিএডিসির সাবেক চেয়ারম্যান এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমরা সবাই একযোগে কাজ করবো। আইবাস++ এর কারণে দুর্নীতিও অনেকাংশে কমে আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ আরিফ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এন্ড কো-অর্ডিনেটর (এসপিএফএমএস) জনাব বিলকিস জাহান রিমি এবং বিএডিসি'র সাবেক সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম। এছাড়াও বিএডিসি'র সকল বিভাগীয় প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভালো বীজে
ভালো ফসল

রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য আলুর আবাদ ও উৎপাদনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে : কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বুধবার নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় অবস্থিত বিএডিসি'র ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদন খামার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বছরে ১ কোটি টনের বেশি উন্নত জাতের আলু উৎপাদন হয়। দেশে চাহিদা রয়েছে ৬০-৭০ লক্ষ টনের মতো। দেশে উৎপাদিত আলুতে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় বিদেশে চাহিদা কম। সেজন্য বিদেশে চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য আলুর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিদেশ থেকে উচ্চফলনশীল, শুষ্কপদার্থের উপস্থিতি কমসম্পন্ন রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য এসব আলুর জাত চাষের ফলে আলু রপ্তানির অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি, একই পরিমাণ জমি থেকে দ্বিগুণেরও বেশি আলু উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এদিন রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য আলুর প্লট, আলু ফসলের মিউজিয়াম, ড্রাগন ও খেজুর বাগান প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বিএডিসির সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বারির মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম, গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ এছরাইল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আগামজাতের, শুষ্ক উপাদান বেশি, উচ্চফলনশীল, রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর ও আলুবীজের চাষ হচ্ছে বিএডিসির ডোমার বীজআলু উৎপাদন খামারে। এ খামারে মোট জমির পরিমাণ ৫১৬ একর। আলু চাষের উপযোগী ৩১০ একর। চলতি ২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষে ২৫৬ একর জমিতে বীজআলু উৎপাদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিএডিসির 'মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় এই ডোমার খামারে ভিত্তি বীজআলু উৎপাদন করা হচ্ছে।

পাশাপাশি নতুন জাতের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য ট্রায়াল প্লট স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৮টি জোনে চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত/প্রত্যায়িত বীজআলু উৎপাদন করা হচ্ছে।

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় অবস্থিত বিএডিসি'র ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদন খামার পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

এ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল, রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাত পরিচিতি ও জনপ্রিয়করণের জন্য বিএডিসি আমদানিকৃত এবং বারি উদ্ভাবিত সম্ভাবনাময় ২০টি জাত নিয়ে এ বছর সারাদেশে ৩০০টি প্রদর্শনী প্লট ও মাল্টিলোকেশন টেস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষে বিভিন্ন মানের ৩৭ হাজার ৫০০ মে.টন বীজআলু এবং ৫ হাজার মে.টন রপ্তানি উপযোগী আলুসহ সর্বমোট ৪২ হাজার ৫০০ মে.টন আলু উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বীজআলুর বীজমান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন বীজআলু প্লান্টার, গ্রেডার, ড্রায়ার ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যক্রম এ খামারে শুরু হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ চাষি, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী ও ডিলারগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজআলুর উৎপাদন ও বিপণনে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আলুবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সংরক্ষণক্ষমতা বাড়াতেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ২৮টি জোনের ৩০টি হিমাগার রয়েছে যার বর্তমান ধারণক্ষমতা মোট ৪৫ হাজার ৫০০ মে.টন। এই প্রকল্পের মেয়াদে ২ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি হিমাগার নির্মাণ করা হবে। ফলে বিএডিসি'র বীজআলুর সংরক্ষণক্ষমতা উন্নীত হবে ৫৩ হাজার ৫০০ মে.টনে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে বীজআলু উৎপাদন ৬০ হাজার মে.টনে উন্নীত করা হবে।

বাংলাদেশে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় খাদ্য ফসল। একক ফসল ও আয়তনের দিক দিয়ে আলুর ফলন ধান ও গমের চেয়ে প্রায় ৪ (চার) গুণ বেশি। দেশে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১ কোটি মে.টনের বেশি আলু উৎপাদন হয়।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এবং কৃষিপুলের মহাব্যবস্থাপকগণের বিদায় সংবর্ধনা

গত ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক এবং কৃষিপুলের মহাব্যবস্থাপকগণের বিদায় সংবর্ধনা রাজধানীর কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বিদায় সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এবং কৃষি পুলের মহাব্যবস্থাপকগণের বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে বিদায় সংবর্ধনা পেয়েছেন প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) কৃষিবিদ মোঃ নূরনবী সরদার, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) কৃষিবিদ মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) কৃষিবিদ মোঃ ফারুক জাহিদুল হক, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) কৃষিবিদ এসএম আলতাফ হোসেন। সংবর্ধনাপ্রাপ্তদের ব্যাপারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, যারা আজ বিদায় সংবর্ধনা পেলেন তারা প্রত্যেকেই তিন দশকের বেশি সময় ধরে দেশকে সেবা দিয়েছেন। আজকে এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি যুগের সমাপ্তি হয়েছে। প্রাক্তন সদস্য পরিচালকসহ এই চারজন মহাব্যবস্থাপকের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ, অত্যন্ত দক্ষ, অত্যন্ত কর্মঠ এবং অত্যন্ত মানবিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তারা সর্বদা সংস্থার সম্মান ও উন্নয়নকে মাথায় রেখে পরামর্শ দিয়েছেন।

বিএডিসি'র বিদায়ি সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নূরনবী সরদারকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসিতে এ চারজনের অবদানের নানাক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক তিনি আরো বলেন, তাদের কাজ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, সেবা দিয়ে বিএডিসিকে ঋণী করেছেন, বিএডিসিকে একটি গর্বের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। আমি মনে করি, চাকরিজীবন শেষে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাদের অবসর জীবনযাপন করতে পারবেন এবং খুবই সন্তুষ্টির সাথে বলতে পারবেন যে, উনারা উনাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। চাকরি শেষে এ সন্তুষ্টি অনেক বেশি বড় পাওয়া। যে সম্মান এবং শ্রদ্ধার আসন তারা তাদের সহকর্মীদের অন্তরে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন সেটি সারাজীবনের বড় অর্জন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ আরিফ। মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব প্রকাশ কান্তি মন্ডল, প্রধান প্রকৌশলী নির্মাণ জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, প্রকল্প পরিচালক জনাব মাসুদ আহম্মেদ, প্রকল্প পরিচালক জনাব জামিলুর রহমান, সিবিএ এর সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদায়ি কর্মকর্তাদের অবদান স্মরণ করে তাদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করেন। বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) ও সচিব মহোদয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ আরিফ ও বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমামের বদলিজনিত বিদায় উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বিএডিসি পরিবারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিএডিসি'র সদ্য বিদায়ি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

বিদায়ি সম্ভাষণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিএডিসি'র সদ্য বিদায়ি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত দক্ষ দুইজন কর্মকর্তা বিএডিসি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আজকে যে ফিনিক্স পাখির মত বিএডিসি জেগে উঠেছে এর অন্যতম কারিগর এই দুইজন কর্মকর্তা। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মকর্তা এ যুগে বিরল। আমার চ্যালেঞ্জিং সময়টিতে আরিফ আমাকে সাহস যুগিয়েছে। আমার যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে বিএডিসিতে তার মূল শক্তি ও কারিগর এই দুইজন। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সচিব ও মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) মেরিনা সারমীন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ আরিফ ও বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমামের বিদায় সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

শোকবার্তা

* বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব এএস নাজিম উদ্দিন আহমেদ কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলেন ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিএডিসি পরিবার মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

* বিএডিসি'র বীজ বিপণন দপ্তরের পি আর এল ভোগরত দারোয়ান জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার গত ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে (দশমিনা) মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি'র কৃষি ভবনের মিশু বিভাগের বিপরীতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর ফসল অনুবিভাগে প্রেষণে কর্মরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আয়েশা আক্তার গত ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসস্থানে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি'র কৃষি ভবনের নির্মাণ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দপ্তরের ভিটিএ জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম গত ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি'র দিনাজপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের নিরাপত্তাপ্রহরী জনাব মোঃ নূর ইসলাম খন্দকার গত ২২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি'র মানিকগঞ্জ জোনের নিরাপত্তাপ্রহরী জনাব মোঃ মমিন খান গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানিকগঞ্জে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

মোঃ ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক (প্রাচাবীউপ্র)

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিভিত্তিক দেশ এবং কৃষিই এদেশের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন। কৃষি উপকরণগুলোর মধ্যে বীজ জীবন্ত উপকরণ। অন্যান্য সব উপকরণের কার্যকারিতা বীজের ওপর নির্ভর করে। ভালো মানের বীজ একাই উৎপাদনের ১৫-২০% বৃদ্ধি করতে পারে। এটির ব্যবস্থাপনা অন্যান্য উপকরণের চেয়ে আলাদা।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২০ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার এবং উপকারভোগী কৃষকের জমিতে ফলপ্রসূ ব্যবহার

আলু বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় ফসল। বর্তমান সময়ে আলু বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশের জনগণ প্রতি বছর মাথাপিছু ১০৩ কেজি আলু ক্রয় করে থাকে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় আলুচাষে বীজের গুরুত্ব বেশি। প্রতি একরে ৬৪০-৭২০ কেজি বীজ আলু বপণ করতে হয়। ফলে খরচও তুলনামূলক বেশি। চাঁদপুর অঞ্চলের কৃষকদের ভালমানের বীজ আলু সরবরাহের লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় ১৯৭৭-৭৮ সালে ৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হিমাগার স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে, উক্ত হিমাগারের ধারণক্ষমতা ১০০০ মে. টনে উন্নীত করা হয়।

যান্ত্রিক উপায়ে কম খরচ ও কম সময়ে বীজ আলু গ্রেডিং কাজ সহজীকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২ টি বীজ আলুর গ্রেডার মেশিন

চাঁদপুর হিমাগার জোনের আওতায় চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনের জন্য ৯১২ একর জমি এবং ১,১৭২ জন চাষি নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ উৎপাদন বছর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে মোট ২৪,৫৪০ মে. টন মানসম্পন্ন রোগমুক্ত বীজ আলু উৎপাদন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে চাঁদপুর হিমাগার জোনের আওতায় ৬৪ জন চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে গৃহীত ১৬০ একর জমিতে ৮৪২.৫০০ মে. টন বীজ আলু উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নার্থে বীজ আলু রোপন কার্য সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত একাধারে ৪(চার) দিনের অতিবৃষ্টির ফলে সমুদয় বীজ আলুর জমি পানিতে নিমজ্জিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বীজ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজ আলু উৎপাদনের সাথে জড়িত চাষিগণ আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিএডিসি কর্তৃক নির্বাচিত ও বীজ আলু উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিবদ্ধ চাষিগণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিগণকে পুনর্বাসন করা এবং মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে সহায়তা করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগের ২টি জেলায় (চাঁদপুর ও কুমিল্লা) অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বর্ণিত এলাকার চুক্তিবদ্ধ চাষিদেরকে প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়। হতোদ্যম চাষিরা বীজ আলু চাষে নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে। এছাড়া বীজ আলু উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষি যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণাধীন সর্টিংশেড বীজের মান বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের শ্রম ও ব্যয় হ্রাসে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিবদ্ধ বীজ আলু উৎপাদন জোন, চাঁদপুর এর চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;

খ) চাঁদপুরসহ পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজ আলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত জোনের আলু বীজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

গ) হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজ আলু বাছাইকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

ঘ) অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষিজোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজ আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জন :

শুরু হতে বিগত দুই অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ অনুসারে ১০০% ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চলতি অর্থ বর্ষে ধার্যকৃত এডিপির ৫০% ভৌত অগ্রগতি হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব:

২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিবদ্ধ চাষিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদনে সমতা বৃদ্ধি ও সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। বীজ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিবদ্ধ চাষির আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে। হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজ আলু বাছাইকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য গ্রেডার ও ড্রায়ার সংগ্রহ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ চাষি কর্তৃক উৎপাদিত বীজআলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ৩০০০ বর্গ মিটার আয়তনের সর্টিংশেড/ সংগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি/প্রকৃত অর্জন:

লক্ষ্যমাত্রা		কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	অগ্রগতি/প্রকৃত অর্জন
কার্যক্রম	পরিমাণ		
কৃষি পুনর্বাসন	৬৪ জন	বিএডিসি কর্তৃক নির্বাচিত ও বীজআলু উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিবদ্ধ চাষিগণকে মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা ।	বীজ আলু উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
মোটর সাইকেল	২ টি	মাঠ পরিদর্শনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ২টি মোটর সাইকেল ক্রয়।	মোটর সাইকেল ক্রয়ের ফলে নিবিড়ভাবে মাঠ পরিদর্শন সহজ হয়েছে।
বীজ আলুর গ্রেডার মেশিন	২টি	প্রকল্প এলাকার চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের উৎপাদিত বীজআলু গ্রেডওয়ারি যাচাই বাছাই কাজ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা।	২টি বীজআলু গ্রেডিং মেশিন ক্রয়ের ফলে যান্ত্রিক উপায়ে কম খরচ ও কম সময়ে বীজ আলু গ্রেডিং কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ হয়েছে।
বীজ আলুর ড্রায়ার মেশিন	২টি	হিমাগারে সংরক্ষিত বীজআলু বিতরণকালীন সময়ে শুকানোর কাজ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা।	বীজ আলু হিমাগার হতে সরবরাহ কাজ দ্রুত এবং সহজীকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি বীজ আলুর ড্রায়ার মেশিন।
ফর্ক লিফট	২টি	হিমাগারের শেডে বীজ আলুর বস্তা হ্যান্ডেলিং কাজ দ্রুত এবং সহজীকরন।	হিমাগারের শেডে বীজ আলুর বস্তা হ্যান্ডেলিং কাজ দ্রুত এবং সহজীকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ফর্ক লিফট।
পাওয়ার স্প্রেয়ার	২০টি	মৌসুমে উপকারভোগী চুক্তিবদ্ধ কৃষকের জমিতে সহজে বালাইনাশক প্রয়োগ	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২০টি পাওয়ার স্প্রেয়ার উপকারভোগী কৃষকের জমিতে ফলপ্রসূ ব্যবহার হচ্ছে।
ভূমি অধিগ্রহণ (একর)	১.০৯৭৫	৩০০০ বর্গমিটার আয়তনের সর্টিং শেড কাম সংগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় ১.০৯৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ।	কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় ১.০৯৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন।
সর্টিংশেড নির্মাণ (বর্গ মি:)	৩০০০	চাঁদপুর কঃ গ্রোঃ জোনে উৎপাদিত আলু বীজ যথাসময়ে সংগ্রহ এবং দ্রুততার সাথে বাছাইকার্য সম্পাদন।	কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় ৩০০০ বর্গমিটার আয়তনের সর্টিং শেড কাম সংগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে।

পদোন্নতি

প্রশাসন পুল

মহাব্যবস্থাপক

* প্রধান (মনিটরিং) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজীকে প্রশাসন পুলের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপপরিচালক

* সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) এবং উপব্যবস্থাপক (তদন্ত) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ রাসেদুল হাসানকে প্রশাসন পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (সওব্য) এবং উপপরিচালক (সওব্য) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানকে প্রশাসন পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (ক্রয়), বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব শিউলি বেগমকে প্রশাসন পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক

* সহকারী পরিচালক (সংরক্ষণ) এর চলতি দায়িত্ব, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন খানকে প্রশাসন পুলের সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিককে প্রশাসন পুলের সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (পাটবীজ) চলতি দায়িত্ব এর বিপরীতে সংস্থাপন বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে সংযুক্ত, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নুরুজ্জামানকে প্রশাসন পুলের সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ পুল

হিসাব নিয়ন্ত্রক

* হিসাব নিয়ন্ত্রক এর চলতি দায়িত্ব, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেনকে অর্থ পুলের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক

* যুগ্মনিয়ন্ত্রক (অডিট) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, অডিট বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মারিয়া মাহেজাবীনকে অর্থ পুলের যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ব্যবস্থাপক (রাজস্ব) এর চলতি দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব সৈয়দ হাসান ইমামকে অর্থ পুলের যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপহিসাব নিয়ন্ত্রক

* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (সমন্বয়) ও উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (নগদান) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব খোঃ শাহজালালকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ) ও উপব্যবস্থাপক (অর্থ) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব তপন কুমার বিশ্বাসকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (সদর খতিয়ান) ও উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (সদর) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব রিয়াজ উদ্দিনকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, নোয়াখালী এর অতিরিক্ত দায়িত্ব জনাব মোঃ নুরুল ইমামকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী নিয়ন্ত্রক (অডিট) ও উপনিয়ন্ত্রক (অডিট) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, অডিট বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব অসীম কুমার সরকারকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী নিয়ন্ত্রক (অডিট) ও উপনিয়ন্ত্রক (অডিট) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, অডিট বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নাজমুল হককে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, পটুয়াখালীতে কর্মরত জনাব মোঃ বাদরুল আলমকে অর্থ পুলের উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক

* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) এর চলতি দায়িত্ব, ক্রয় বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব আসমা খাতুনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক এর চলতি দায়িত্ব, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ পাভেল পাহলভীকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব নেপাল চন্দ্র মজুমদারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগের বিপরীতে নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

কৃষিপুল

মহাব্যবস্থাপক

* মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব তপন কুমার আইচকে কৃষি পুলের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব প্রকাশ কান্তি মন্ডলকে কৃষি পুলের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস) বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেনকে কৃষি পুলের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব নরেশ চন্দ্র পালকে কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আরিফ হোসেন খানকে কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ব্যবস্থাপক (পাট বীজ), পাট বীজ বিভাগ, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ রাজেন আলী মন্ডলকে কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলা ডাল ও তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল মালেককে কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) এর চলতি দায়িত্ব, কৃষি ভবন, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক (ধান, গম, ভুট্টা বীজ উন্নয়ন প্রকল্প) ঢাকায় কর্মরত জনাব প্রদীপ চন্দ্র দেকে কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মপরিচালক

* যুগ্মপরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, চট্টগ্রাম এর চলতি দায়িত্ব জনাব ড. মোঃ সুলতানুল আলমকে কৃষি পুলের যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, খুলনায় কর্মরত জনাব মোঃ লিয়াকত আলীকে কৃষি পুলের যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি দপ্তর), বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলামকে কৃষি পুলের যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (আলু বীজ) দপ্তর, বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামকে কৃষি পুলের যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সবজি বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব খালেদুম মুনিরাকে কৃষি পুলের যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপপরিচালক

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, সিরাজগঞ্জ দপ্তরের বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলামকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ সোলায়মান তালুকদারকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহাকারী পরিচালক (খামার), হবিগঞ্জ পদের বিপরীতে উপপরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ খামার, ফরিদপুর পদের দায়িত্ব। অতিরিক্ত দায়িত্ব ক.গ্রো. জোন, ফরিদপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম খান জিয়াকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নীলফামারী খামার পদের বিপরীতে প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা দপ্তরে সংযুক্ত জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* বীবি, হবিগঞ্জ পদের বিপরীতে সি.সহ. পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) দপ্তর, ক.গ্রো. জোন, নরসিংদীতে কর্মরত ড. আবু রেজা মো. মাহফুজুর রহমানকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা এর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীপ্রকে) দপ্তর, বিএডিসি, ইটাখোলা হবিগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুর রহমান চৌধুরীকে কৃষি পুলের উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

সিনিয়র সহকারী পরিচালক

* সহকারী পরিচালক (খামার), বিএডিসি, কুশাডাঙ্গা, ঝিনাইদহ পদের বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) ঝিনাইদহ ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) মাগুরা এর অতিরিক্ত দায়িত্ব জনাব কে এম শামীম রানাকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (পাটবীজ) বিএডিসি, ঢাকা পদের বিপরীতে প্রকল্প পরিচালক (বীউ) দপ্তর ঢাকায় কর্মরত জনাব ফারজানা আলীকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব ড. আলবেলী আফীফা মীরকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (ক.গ্রো.) যশোর পদের বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, ঝালকাঠিতে কর্মরত জনাব শারমিন জাহানকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (ক.গ্রো.) টাঙ্গাইল এর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীআমক দপ্তর, মধুপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল আহাদকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোছাঃ রুখসানা পারভীনকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) বিএডিসি, নীলফামারী (সহকারী পরিচালক (সার) বিএডিসি, লালমনিরহাট এর বিপরীতে) কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিম তালুকদারকে কৃষি পুলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রকৌশল পুল

প্রধান প্রকৌশলী

* প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে প্রকৌশল পুলের প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জিয়াউল হককে প্রকৌশল পুলের প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল দপ্তর, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদারকে প্রকৌশল পুলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পূর্বাঞ্চল এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ আবদুল করিমকে প্রকৌশল পুলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী

* নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা (নির্মাণ) রিজিয়ন, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ. বি. এম. মাহমুদ হাসান খানকে প্রকৌশল পুলের তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়ন ও প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প এবং কর্মসূচি পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ ওবায়েদ হোসেনকে প্রকৌশল পুলের তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ), ঢাকা ও কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস (এসএসিপি), বিএডিসি অংগ কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউর রহমানকে প্রকৌশল পুলের তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী প্রধান প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী

* ময়মনসিংহ (সওকা) জোন, বিএডিসি, ময়মনসিংহ কর্মরত জনাব রনি সাহাকে প্রকৌশল পুলের সহকারী প্রধান প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ময়মনসিংহ (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল দপ্তর, বিএডিসি, ময়মনসিংহ কর্মরত জনাব ফরিদা ইয়াসমিন রুমাকে প্রকৌশল পুলের সহকারী প্রধান প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মিশু বিভাগের বিপরীতে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা দপ্তরে সংযুক্ত কর্মরত জনাব সাইফুল আযমকে প্রকৌশল পুলের সহকারী প্রধান প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

‘যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য’

চৈত্র বৈশাখ মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষির পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনো আউশ বা বোনো আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টা গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরি। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কাণ্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি: এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার চাষ করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

বিদায়ি সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) জনাব মোঃ আলমগীর মিয়াকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিদায়ি সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিদায়ি সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এসএম আলতাফ হোসেনকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসিতে আইবাস++ সফটওয়ারের মাধ্যমে ইএফটি কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদারকে সফল প্রকল্প পরিচালকের ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) পরিচালক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দেকে সফল প্রকল্প পরিচালকের ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র সেচ ভবনে গ্রাউন্ড ওয়াটার মনিটরিং সার্ভার স্টেশন উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিএডিসি'র সেচ ভবনের অডিটরিয়ামে *Digitalization of Groundwater Monitoring for Sustainable Development of Minor Irrigation* শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

বিএডিসি'র সেচ ভবনের অডিটরিয়ামে *Digitalization of Groundwater Monitoring for Sustainable Development of Minor Irrigation* শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

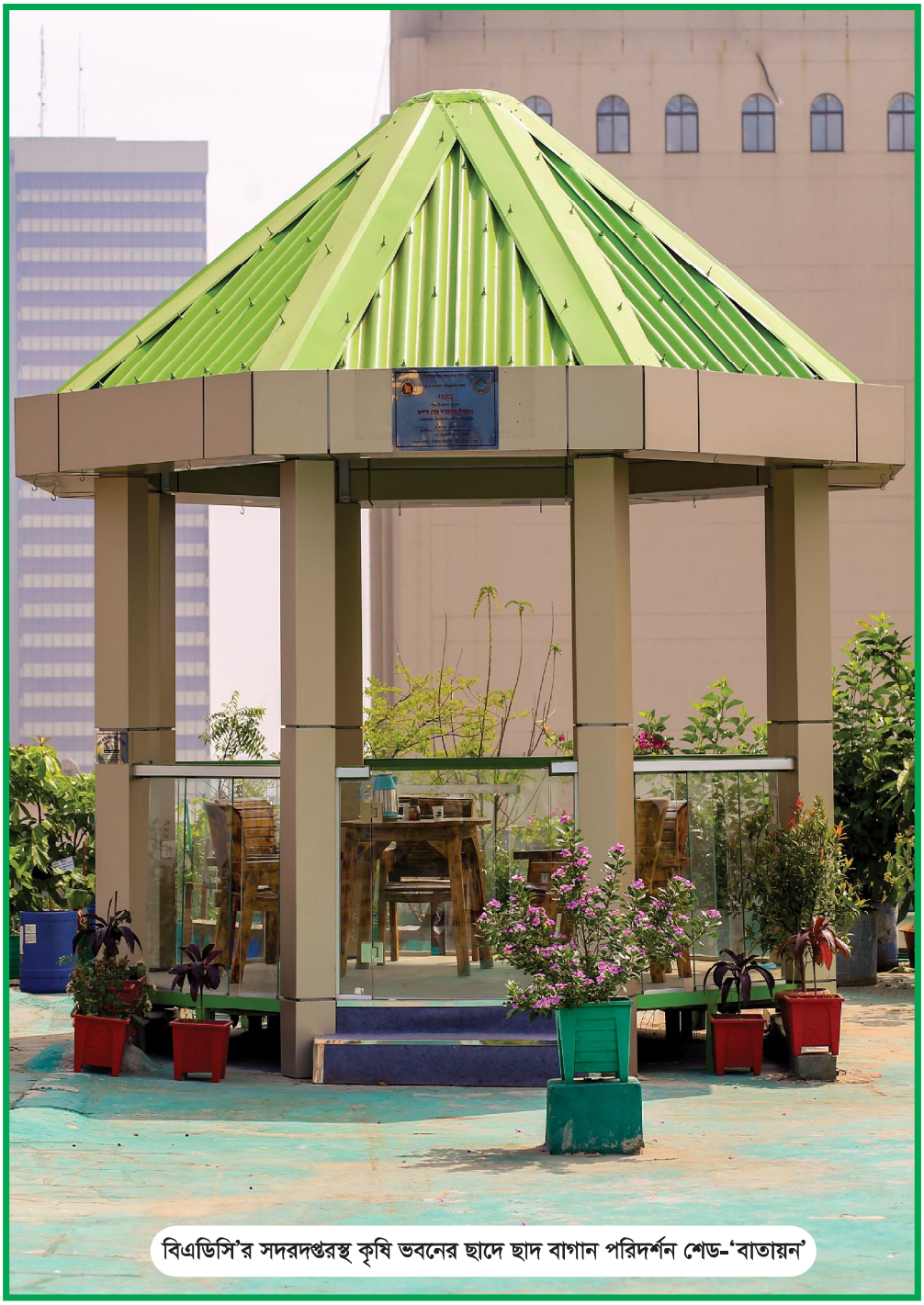

বিএডিসি'র সদরদপ্তরস্থ কৃষি ভবনের ছাদে ছাদ বাগান পরিদর্শন শেড-'বাতায়ন'

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।